যুগান্তর

তারিখ ... 17 JUL 2017
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম-2 ...

চট্টগ্রামে অনুমোদনহীন স্কুলের জেএসসি পরীক্ষার্থী

রেজিস্ট্রেশনের নামে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এমপিও স্কুল

এমএ কাউসার, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

চট্টগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের নামে অনিবন্ধিত প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এমপিওভুক্ত স্কুলগুলো। এসব শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দেড় হাজার টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে। যদিও অনুমোদনবিহীন স্কুলের প্রতি শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনে ৩১০ টাকা হারে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অনুকূলে জমা দিতে হয় এমপিওভুক্ত স্কুলগুলোকে। জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনে নগরীর পাঁচ শতাধিক স্কুলের শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে আদায়কৃত বাড়তি টাকার ভাগ চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখার এক কর্মকর্তাকে দিতে হয় বলে অভিযোগ আছে।

শুধু তাই নয়, বোর্ডের অনুমতি ছাড়াই অনুমোদনবিহীন স্কুলের জেএসসি শিক্ষার্থীদের নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী বলেও চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। আগে থেকেই এমপিওভুক্ত স্কুলগুলোর সঙ্গে অনুমোদনবিহীন স্কুলগুলো চুক্তির ভিত্তিতে এ কাজটি করে যাচ্ছে। নগরীর এমন তিন শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী জেএসসিতে রেজিস্ট্রেশন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের দাবি, ব্যাপক এ অনিয়মের কারণে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড প্রতিবছর এ খাত থেকে অন্তত অর্ধকোটি টাকা হারাচ্ছে। এরপরও এমপিওভুক্ত স্কুলগুলোর দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলছে। এমন সব অনিয়মের নেপথ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা খোদ শিক্ষাবোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক কাজী নাজিমুল ইসলাম জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন।

শিক্ষাবোর্ড সূত্র জানায়, ২০১০ সালের ১৫ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পরিপত্রে অনুমোদনবিহীন স্কুলের জেএসসি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া চালু করে। এজন্য অনুমোদন নেই এমন স্কুলের শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ৫০ টাকা প্রদান করারও নির্দেশনা দেয়া হয়। নিয়ম মোতাবেক ওই বছর এবং পরবর্তী ২০১১ সালেও এ কার্যক্রম চলে। কিন্তু ২০১২ সাল থেকে অনুমোদনবিহীন স্কুলগুলোর জেএসসি শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে শুরু হয় টালবাহানা। এসব শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে শিক্ষাবোর্ড ও এমপিওভুক্ত স্কুলগুলো একের পর এক অঘোষিত নিয়ম চালু করে। এমপিওভুক্ত স্কুল প্রধানের 'আপত্তি নেই' মর্মে শিক্ষাবোর্ডে দাখিলকৃত আবেদনে বিপাকে পড়ে অনমোদনবিহীন স্কুলগুলো। এ অনাপত্তি পত্র নিতে একেক স্কুল প্রধান একেক পরিমাণ বাড়তি টাকা দাবি করা শুরু করে। ওই বছর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত অনুমোদনবিহীন স্কুলগুলোর কাছ থেকে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। কিন্তু ২০১৫ সাল থেকে এমপিওভুক্ত স্কুলগুলোর কাছে পুরোপুরি জিম্মি হয়ে পড়ে অনুমোদন ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জেএসসির প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদায় করা হয় এক হাজার টাকা থেকে শুরু করে তার বেশি। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিপরীতে দেড় হাজার থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছে অনুমোদিত স্কুলগুলো।

ব্যাপক অনিয়মে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাবোর্ড

নেপথ্যে বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক

সূত্র জানায়, ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে এমপিওভুক্ত স্কুলের পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে গত এপ্রিল মাসে। এছাড়া নগরীর অনুমোদনবিহীন ১৮৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদনে জেএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি দেয় শিক্ষাবোর্ড। বুধবার অনুমোদনবিহীন এমন ১৮৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড ১৫ থেকে ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে অনলাইনে এসব শিক্ষার্থীর তথ্য প্রেরণ ও সংশোধনের পর টিটি ভাউচারের কপি এবং এ মাসের ২২ ও ২৩ তারিখের মধ্যে শিক্ষার্থীদের বিস্তারিত তথ্য বোর্ডে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়। এদিকে অনুমোদনবিহীন ১৮৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পার্শ্ববর্তী অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দেয়া হলেও এর বাইরে নগরীর তিন শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদন ছাড়াই তাদের পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

রেজিস্ট্রেশনের নামে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এমপিও

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করিয়েছে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড। ফলে আতঙ্কে রয়েছে ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং জেএসসি পরীক্ষার্থীরা।

জেএসসি রেজিস্ট্রেশনে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের তালিকায় নেই হালিশহর এলাকার শাহ স্কুল অ্যান্ড বিএম কলেজের নাম। অথচ ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষার জন্য অনুমোদনহীন এ স্কুলের ২৮ শিক্ষার্থীকে বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াই রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে আলহাজ এমএ ছালাম উচ্চ বিদ্যালয়ে। এজন্য প্রতি শিক্ষার্থী বাবদ এক হাজার আটশ' টাকা করে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. শাহ আলমকে দিতে হয়েছে। এমন একাধিক স্কুলের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক তাদের পরীক্ষার্থীদের নিজ স্কুলের শিক্ষার্থী বলে চালিয়ে দিচ্ছে আলহাজ এমএ ছালাম উচ্চ বিদ্যালয়ের মতো অন্যান্য এমপিওভুক্ত স্কুল। অনুমোদনবিহীন স্কুলের শিক্ষার্থীদের এমপিওভুক্ত স্কুলের নিজ প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থী বলে ৩১০ টাকার বিপরীতে শিক্ষাবোর্ডের অনুকূলে ৬০ টাকা ফির মাধ্যমে সুকৌশলে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করছেন। এ প্রক্রিয়ায় নগরীর অধিকাংশ অনুমোদনবিহীন স্কুলের জেএসসি পরীক্ষার্থীরা এরই মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছে। এ প্রসঙ্গে এমএ ছালাম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শাহ আলম যুগান্তরকে বলেন, তার নিজের স্কুলের ১২০ শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে। অনুমোদনবিহীন পাঁচটি স্কুলের আরও ১২৫ শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে তাদের কাছ থেকে এক হাজার টাকা থেকে ১২শ' টাকা নেয়া হয়েছে স্কুল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। তবে অনুসন্ধানে জানা গেছে, এমএ ছালাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে ১২০ জন জেএসসি পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করানোর কথা বললেও প্রকৃত অর্থে ওই স্কুলে জেএসসির শিক্ষার্থী রয়েছে ৪২ জন। বাকি ৭৮ জন অনুমোদনবিহীন স্কুলগুলোর শিক্ষার্থী। যাদের এমএ ছালাম উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কুলের শিক্ষার্থী হিসেবে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে ২ জন রয়েছে সারাদিনের স্কুলের শিক্ষার্থী।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনুমোদনবিহীন এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানান, এমপিওভুক্ত স্কুলগুলো রেজিস্ট্রেশনের জন্য বাড়তি যে টাকা নিচ্ছে এর একটি অংশ শিক্ষাবোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শককে দিতে হয় বলে তারা জানেন। ২০১৫ সাল থেকে অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে অননুমোদিত স্কুলের শিক্ষার্থীদের জেএসসি রেজিস্ট্রেশন করার অনুমতি দেয়ার নিয়ম করে শিক্ষাবোর্ড। আর এ নিয়মের সুযোগে জেএসসি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো ফি আদায় করে এমপিওভুক্ত স্কুলগুলো। এ প্রসঙ্গে শনিবার বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ অ্যাসোসিয়েশন চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি এম ইকবাল বাহার চৌধুরী যুগান্তরকে অভিযোগ করে বলেন, '২০১০ সালে অনুমোদনবিহীন জেএসসি পরীক্ষার্থীদের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যে পরিপত্র জারি করেছিল সেটি মানছে না শিক্ষাবোর্ড। পক্ষান্তরে জেএসসি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বোর্ডের নানা নিয়মের বেড়াজালে অনুমোদনবিহীন স্কুলগুলোকে জিম্মি করে ফেলেছে এমপিওভুক্ত স্কুলগুলো। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্র অনুযায়ী শিক্ষাবোর্ডের মাধ্যমে জেএসসি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলে এমপিওভুক্ত স্কুলগুলো শিক্ষার্থীদের নিয়ে এমন বাণিজ্য করতে পারত না।' বাড়তি টাকা আদায়ের অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক কাজী নাজিমুল ইসলামের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিয়ে এবং এসএমএস পাঠালেও তিনি সাড়া দেননি। এ কারণে তার বক্তব্য জানা যায়নি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা